কালো রঙের কাজ ঃআঁধারের অভিনির্মাণ

সমীর রায়চৌধুরী

এই ব্রহ্মপুর খালপারের দিকে প্রায়দিন লোডসোডিংহয়ে যায়..... একেক - দিন একেক ধরনের আবছায় সেঁধিয়ে যায় এলাকা....সবাইআঁধারে অভ্যস্ত....

বেশির ভাগ সময়লোডশেডিং হয় ভর- সন্ধেবেলায়....যখন সবাই সবেমাত্র শরীরে স্বভাবে ব্যবহারেদিন সরিয়ে রাত ছড়িয়ে দিতে চাইছে...রাত হলেই চাঁদ ফোটে তারাবেরোয়... ঘোর স্পর্শ ইচ্ছে ঘনিয়ে উঠতে থাকে প্রত্যেক কে াষে...সঙ্গে সঙ্গে শেফালির মনে পড়ে যায় বাইরে বসার বারান্দায় সুইচ-অন...

একটু একটু করেকাজকর্মে সাজে আচরণে রাত মাখে... কবে কোন্ কিশোরীকালে এই সময় শাঁখবাজাতে...রাত আসবে বলে...। এভাবে সন্ধিক্ষণের ঘোষণায় তখন তিল তিলকরে দিনের শেষ জানতে শিখে নিচ্ছে ....রাতের বয়েসি হয়ে ওঠ ারপরিবর্তনগুলো সব ওর শরীর জুড়ে দেখা দিচ্ছে...চুলের জরাকুসুমের গন্ধমেশানো রাতের কোটরে সেইসব দিনের শেষের গল্প শেফালির কাছে কতভাবে শুনেছি...তবু আজও জগৎ জুড়েআঁধারের সমস্ত সমার্থকগুলো চেনাজানা হয়ে ওঠেনি...

মেয়ে দেখার সময় মা সঙ্গেকরে নিয়ে গিয়েছিলেন চাইবাসায়... বনশহর...তখন রাত হতে না-হতেই সেখানেপশুপাখির মতো মানুষজন ঘরমুখো হয়...
সুস্মিকেবলেছিলাম...তোদের মতো নয়... মায়ের মতো বউ চাই...শেফালি তখনমায়ের মিউজিক সিসটেম... বললেই হলো... গীতবিতান কণ্ঠস্থ...কিন্তুগানের সুরে ঈষৎ হো মুন্ডা ওঁরাও তানতুনার মিশেল... খানিকস্থানীয়...ওই এলাকায় শুদ্ধতার শুচিবাই পৌঁছোয়নি...

শেফালি বেঝিঝক গান ধবেঃ
আর রোখো না আঁধারেআমায়...তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও...
আমি থ হয়ে বসে পরতেরপর আঁধার দেখি...
শুভাশিস বলে...সে নাকিনানান আঁধার চিনেছে জীবনানন্দের কবিতা পড়ে...

গৌরীশঙ্করপ্রশ্ন করে...সত্যি কি এভাবে আঁধার চেনা যায়...তাহলে তোপৃথিবীর সব পাগলি চেনা হয়ে যেত জয় গোস্বামীর কবিতা পড়ে কিংবা আমারসম্পর্ক সিরিজের কবিতা পড়ে সম্পর্ক ব্যাপারটার সবটুকু জানা হয়ে যেত...

হয়তো ঠিক বলে...কেননাপ্রায়দিন ওরা দম্পত্যের নানা সমস্যার কথা বলে... লেখার সময় বউডিসটার্ব করে বলে ঠিকমতো জাঁকিয়ে বসে কবিতাগুলো নাকি মনের মতোশেষ করে উঠতে পারে না...

এই সব শুনেটুনে আমি সেইডিসটার্বেরও মুহূর্তগুলো আঁচ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখি...ভাবি কীঅপূর্ব...
তবে ওর ভাবনাও খুবএকটা অমূলক নয়...শেষমেষ যদি তেমন কবি না হয়ে উঠতে পারে...অলিমপিয়ায় আর কফি হাউসে গিয়ে দেখে আসে রাশি রাশি কবির ঘরদোরপ্রিয়জন ছেড়ে ছিটকে এসে অবিরাম কবি হয়ে ওঠা...

শেফালি গুনগুন করেঃ
আমার আঁধার ভালো আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে...
এইলোডশেডিং...কর্পোরেশেনের উপেক্ষিত ঘুটঘুটেলাইটপোষ্ট...আমার আঁধারের পাঠশালা...সেই কবে পাটনায়গোবিন্দ মিত্ররোডের মহাকালি পাঠশালায় গিয়ে লতিকা দিদিমণির কাছে প্রথমশুনেছিলাম কাকে বলে জ্ঞানের আলো...

অনেকদিন পর হঠাৎ দেখাহয়েছিল হাজারিবাগ রোড স্টেশনে কয়েক মুহূর্তের জন্য...তাঁর সেইএকরাশ চুলের সঙ্গে ঘাড় নাড়ানোর দমকা আঁধার আর নেই...এদিকে সেদিকেচুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা ফুটে বেরিয়েছে... কেমন জবুথবু থমকানো হয়ে গেছেন...নিজেই হাত বাড়িয়ে আমার হাত মুঠোয় টেনে নিয়ে প্রাকরেছিলেন...
--কেমন আছিস রে...
আমি তখন মগ্নবহুদূরে... ক্লাস থ্রি সেকশন বি- তে...
আলটপকা সেই কচিআঁধারে...
স্টেশনের বাইরেগাছগাছালিতে পাখিরা গেরস্থ কোলাহলে ফিরেছে...দূর মেঘের ফাঁকেডুবন্ত সূর্যের মুখ লাল হয়ে উঠছে... স্টেশন চত্বরে কিছুক্ষণআগে চলে যাওয়া থ্রু টেনের ডিজেলের হালকা খনিজ গন্ধ..

লতিকাদি আমার স্পর্শনিলেন... আমি কোথায় প্রতিস্পর্শ বেছে নিই এই ভাবতে ভাবতে ঝুঁকেতাঁর পায়ের পাতায়ঘনিষ্ঠ স্পর্শ রেখে আমার কপালের দিকে হাতছুঁড়ে দিলাম সংজ্ঞাহীন আলতো প্রণামের ভঙ্গিতে...

বহু স্পর্শের সংযম জমাপড়েছে আমার নিজস্ব আঁধারের তহবিলে...
হয়তো তারই কিছুকিছু সুভাশিসের ধারণায় আমার ডার্কসাইড হলেও হতে পারে...
প্রকৃতই ঢেরনির্বিরোধ ইচ্ছে হয়েছে কত কি ছুঁয়ে দেখতে
অথচ ছোঁয়া হয়েওঠেনি...
ছোঁয়া যায়নি...
শিশু দেখলেই তো স্পর্শকরতে ইচ্ছা উশখুশ হয়ে ওঠে... তার আগমনকে স্বাগতম জানাতেআঙুলগুলো নিশপিশকরে...
ার নারী স্বয়ংপ্রতিস্পর্শের উদগ্রীব ছাড়ায়...
বীজ থেকে বেরোনোপ্রথম পাতার গভীর আকাঙ্ক্ষার সবুজ কি দুর্নিবার আকর্ষণেটানে...
নতুন পণ্যের মসৃণতারনিভৃতে সদ্য উৎপন্নের কি প্রবল হাতছানি...তার মসৃণতার অযৌনকাতরতা...

হয়তো যাবতীয় মসৃণতামায়ের স্তনের ডৌলের মসৃণতার আদি পাঠের সেই নিরন্তর...
শেফালি গেয়ে চলেছেঃ
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে সহজমনে বিহার করে,
অভিমানি জ্ঞানী তোমারবাহির দ্বারে ঠেকে এসে।।
দূর থেকে শুনে মনে হয়স্থানীয় গানঃ
চিকাতে মাতে আরেলা মেলা রশিদবানুয়া
নয়ারে নয়া চিকাতে হোবা বরোগা বানুয়া

কমলের মুখে এ ধবনেরপ্রচুর গান শুনেছি... যখনই কোনো আঁধার পেয়ে বসে কমল গলা ছেড়েগান ধরে... স্থানীয় শহুরে মাটি- মসনদ একাকার হয়ে যায় কমলেরকণ্ঠস্বরের ধবনি বিস্ফোরণে...
কমল কি মনে করে একবারতার গভীরতম স্পর্শের খবর জানিয়েছিল আচমকা...
এক এক সময় সবমানুষেরই এমন হয়... উগরে দিতে ইচ্ছে হয় সুড়ঙ্গের শেষেরআঁধারটুকু... সে যখন তার প্রেমিকার বুকে প্রথম হাত দিয়ে সেইআঁচ থেকে স্পর্শ নিজের নিভৃতে সরিয়ে নিয়েছিল...প্রেমিকার মুখশ্রীতেভেসে ওঠা প্লাবন দেখে নেবে বলে... তখন তার প্রেমিকা কমলকে বিহ্বল করে তুলে শুধু অস্ফুটেবলেছিল...

ওভাবে আরেকরারছোঁও... ছোঁও...সরে থেকো না
সে ছোঁয়া আমার নয়...তবু আমি কি পুংপ্রজাতির ক্যাশিয়ারবাবু নাকি...
তা সত্ত্বেও কেন জমিয়েরেখেছি সেই অসেতুসম্ভব স্পর্শবোধ...
কেননা কমল তোবলেছিল...এ তো আর বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের প্রয়োগ নয় যেপ্রতিবার একই ফলাফল হবে...

শেফালির কণ্ঠস্বর এ ঘরেও ভেসে আসছে...
আলোরে যে লোপ করেখায় সেই কুয়াশা সর্বনেশে
নাগরী বুলিতে ইচ্ছে হলেশেফালি একই মেজাজে গেয়ে ওঠে ঃ

দুবাঘাস দেখ দেখ নীলাঘোড়া দৌড়ে
নীলা ঘোড়া দেখ দেখ রানিবেটি দৌড়ে
রানিবেটি দেখ দেখ রাজবাবু দৌড়ে

সোমক জানায় ঃপ্রত্যেক স্পর্শে স্বরবর্ণ পালটে যায়, তা না হলে এ্যতোগুলো স্বরবর্ণেরখামোখা দরকার কী...
সে কি স্রেফ ঈশ্বরচন্দ্রেরাবর্ণপরিচয় লিখবেন বলে... সোমক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য স্পর্শের আলাদা বর্ণমালাএক এককরে চিনিয়ে দিয়ে যেতে চায়...
তাকে কি তিমির সম্বোধনকরা হবে...
তিমির শব্দের জলবায়ুথেকে তিমি আলাদা হয়ে ঘাই দেয়...কোতা থেকে আসে আচমকা নীলা ঘোড়া...
এই নীলা ঘোড়াপ্রতিনিয়ত অজস্র স্পর্শের বার্তা জমা দেয় আমার স্পর্শের আঁধারেরতহবিলে...

সে কী শুধু আমার স্পর্শবোধচিরঅসংযমী করে রাখতে
--বয়েস যত বাড়ে ব্যক্তিগতআঁধার তত বাড়ে...

শেফালিও দিনচর্চারমাঝে... থেকে থেকে আঁধারের গান গায়...
শৌর্যের খেলা ভীমাধুরীর আসঙ্গে...
অনির্বাণ ওৎ পেতে থাকে...কথাবার্তা তার দিকের ঢালে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায়... রাত হলে নিশাচররসায়নের শরীরে জাগে... জাগে ঘুম... জাগে স্বপ্ন...
শরীরের সব ফিসফাস জেগেওঠে... জাগরণ যাকে বলে সেই অবস্থান জায়গা বদল করে...জাগরণ ঘুমোতেযায়... ঘুম জেগে ওঠে... স্বপ্ন জাগে...
জমে থাকা সব কালো রঙেরকাজ রঙতুলি বের করে...স্বপ্ন যেভাবে সময়ের সব রৈখিক জারিজুরিখসিয়ে দেয়... তারা নিজস্ব কোলাহলে নিয়ে যেতে...
সময়কে ছোঁ মেরে নিয়েযায় অবস্থানে পালটে নিতে...সময় আর অবস্থান জায়গা বদল করে...

শেফালি পাশ ফেরে...

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com